পিরোজপুরে শিশু শ্রমিকদের নির্যাতন

পিরোজপুরে বাসের হেলপার, হোটেল, লঞ্চঘাট, ইটের ভাটা, কলকারখানা এবং ওয়ার্কশপের কাজে নিয়োজিত শিশুরা শ্রমিকরা প্রতিনিয়তই নির্যাতন এর শিকার হচ্ছে। এসকল শিশুরা প্রতিকূল পরিবেশে কঠিন শ্রমে নিয়োজিত থেকে নামমাত্র মূল্যে শ্রম বিক্রি করেও নির্যাতনের শিকার হয়। শিশুদের কাছ থেকে শোনা, মালিকপক্ষ এবং শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা জনপ্রতিনিধি, এ্যাডভোকেট এর সাথে আলাপকালে এসকল তথ্য উঠে এসেছে। শিশুদের স্নেহ-মমতা দিয়ে, ভালো ব্যবহার করে এবং মানবিক আচরণ করে শিশু নির্যাতনের মাত্রা কমিয়ে আনা সম্ভব।

পিরোজপুর শহরে প্রায় ২৪/২৫টি ওয়ার্কশপের শ্রমিক, ট্রলার চালানো, বাস এর হেলপার, ইটের ভাটা এবং মিলের শ্রমিক এর মত ঝুঁকিপূর্ণ কাজসহ বিভিন্ন ধরনের শ্রমে নিয়োজিত এবং নির্যাতনের শিকার শিশুশ্রমিকরা। এতে তারা শিক্ষা, বাসস্থান, বিনোদন ইত্যাদি মৌলিক চাহিদাসহ সব ধরনের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। পিরোজপুরের শিশুর সংখ্যা প্রায় পাঁচ লক্ষাধিক। ঝুঁকিপূর্ণ পেশায় নিয়োজিত দুই হাজার ছয়শত শিশুশ্রমিকের মধ্যে প্রায় সহস্রাধিক শিশু কোন না কোন ভাবে নির্যাতনের শিকার হয়।

ঝড়, বন্যা, সব ধরনের প্রতিকূলতা পিছনে ফেলে পরিবারের জন্য আয়ের সংস্থান করে ট্রলার চালক শিশুরা। রোজ দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে যাত্রীদের নিয়ে পিরোজপুর শহরে আসা যাওয়া করে। শতাধিক শিশু ট্রলার চালনের সাহায্যকারী হিসেবে কাজ করে। সমুদ্রে বিভিন্ন বয়সী শিশুরা যায় মাছ ধরা জেলেদের সাথী হতে, বেশিরভাগই যায় অভাবের তাড়নায় । বিক্ষুদ্ধ সমুদ্রে ট্রলারে রান্না, জাল টানা, মাছ গোছানোর মত কাজ করে তারা । কিন্তু তারপরেও তাদের উপর নির্যাতন চলে। জুজখোলা, পোরগোলা, কদমতলা, এলাকার প্রায় শতাধিক জেলে শিশু সমুদ্রে যায় ১০/১২ বছর বয়স থেকেই।

ট্রলার মালিক মজিবুর (৪৮) বলেন, পোলাপ্যানে বড়ই তাল করে কথা হোনে না মাইর ধইর দেলে কথা ভালো মনে রাহে। আনসার (১২) বলে, মায় মরছে পর আব্বায় নিকা করছে, সৎ মায় আর বাড়ি থাকতে দেয় নায় হেইয়ার জন্যে আইছি ট্রলারের কামে। মারলে ও হে ভালো পাইলেও হে। মালিক আমার সব। ট্রলার মালিক আনসার আলী (৪৫) বলেন, মহাজনে মারব না তয় কে মারব, তয় মুই মারি না মাঝে মাঝে শাসন করি ওগো ভালোর লইগ্যাই করি।

চরখালীর জেলে শিশু মোঃ ইমরান হোসেন (১১) বলে, জোয়াড় আইলেই জাল বাইতে যাই। জাল বাইতে না গেলে আব্বায় মারে। অভিভাবক হেমায়েত বলেন (৩৮), জ্যাইল্যার পোলা বড় হইলে জ্যাইল্যাই হইবে। তয় এহন হইতেই কামকাজ শিখুক। মহাজনের মাইরগুতা তো খাইবেই ন্যাইলে কাম শিখব ক্যামনে।

বাসের হেলপার মন্টু (১২) গত বছর নির্ধারিত স্থানে বাস থামাতে বলতে পারেনি বলে বাসচালক তাকে শারীরিক নির্যাতন করে এবং পরবর্তীতে কানের পর্দা ফেটে গিয়ে সে আর কানে শুনতে পারে না।

রুবেল হোসেন (১৩) হোটেলে কাজ করে । রুটি ভাজে, ভাজি দেয়, প্লেট ধোঁয়, চা বানায়। কিন্তু এত কাজ করার পরও সে নির্যাতনের শিকার। দোকান মালিক রুবেলকে মেরে তার হাত ভেঙ্গে দিয়েছিল।

সচেতনতার অভাব, দারিদ্র্য, অপরিকল্পিত বৃহৎ পরিবার, বাবা-মায়ের সাথে ভালো সম্পর্ক না থাকা অভিভাবকদের পশ্চাদপদ মানসিকতা এবং জনপ্রতিনিধিদের উদাসীনতার কারণে এত আশংকাজনক হারে শিশু নির্যাতন হচ্ছে। মানিক (১০), সোহাগ (১৬), হরিপদ (১২), মিজান (১১) এরা সবাই নির্যাতনের শিকার।

শিশু নির্যাতনের এই ক্রমবর্ধিত সংশ্লিষ্টতায় গভীর দুঃখ প্রকাশ করেছেন পিরোজপুর শহরের ডাঃ। তার মতে নির্যাতনের ফলে শিশুরা শারিরীক ও মানসিক দুভাবেই আক্রান্ত হচ্ছে বিভিন্ন রোগে। শারিরীকভাবে তারা অপরিণত স্বাস্থ্য এবং শরীরে বিভিন্ন রোগ নিয়ে বেড়ে উঠছে। প্রথম বয়সে এর প্রভাব না পড়লেও পরে এর প্রভাবটা বেশি লক্ষ্য করা যায় এবং অনেক সময় তারা পঙ্গুও হয়ে যায়।

পিরোজপুর পৌরসভার ৪, ৫ ও ৬ নং ওয়ার্ড কমিশনার মিনারা মাহাবুব বলেন, দারিদ্রতা এবং পরিবার ভেঙ্গে যাওয়ায় শিশুরা পেটের দায়ে, অভিভাবকদের অবহেলায় চাপে পড়ে এভাবে নির্যাতনের শিকার হচ্ছে।

এছাড়া শিশুর নিরাপত্তা, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, চিকিৎসা, বিনোদন, সংস্কৃতি চর্চাসহ যুব অধিকার সমূহের প্রাপ্যতা সম্পর্কে স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে। এ্যাডভোকেট নাসিমা আক্তার বলেন, যখন মালিক পক্ষ টের পায় যে শিশু তার কাছে শ্রম বিক্রি করছে এবং এর পিছনে কোন লোক নেই তখনই তাদের নির্যাতনের পরিমাণ বাড়তে থাকে। শ্রমের মূল্য ও তারা কম দেয়। মালিক পক্ষ জানে তারা কখনই প্রতিবাদ করবে না, যত নির্যাতনই হোক না কেন। তিনি বলেন, আইনের পরিবর্তন হওয়া দরকার। কঠোর আইন প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়নই একমাত্র উপায় শিশু নির্যাতন বন্ধের। তিনি আরো বলেন, এজন্য প্রয়োজন সমাজের সর্বস্তরের মানুষের এবং সরকারের সমন্বিত উদ্যোগ।

পিরোজপুরে শিশু নির্যাতন নিয়ে আলাদাভাবে কোন সংস্থা কাজ করে না। শিশু অধিকার বিষয়ক সচেতনতার জন্য কাজ করে ১৩টি সংস্থা। নির্যাতিত শিশুদের জন্য সরকারি কোন উদ্যোগ নেই বলে জানা গেছে। পিরোজপুর শিশু একাডেমির অফিসসূত্রে সরকারের সঠিক পরিকল্পনা ও নীতিই পারে নির্যাতিত শিশুদের সুস্থ সমাজে ফিরিয়ে আনতে এবং শিশু নির্যাতন বন্ধ করতে।

সুপারিশ

- শিশুরাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ তাদের উপর নির্যাতন বন্ধ হওয়া উচিত।
- শিশুদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে।
- অভিভাবকদের সচেতন করতে হবে।
- মানবিক আচরণ করলে ওরা নির্যাতিত কম হবে।

রিপোর্টটি তৈরী করেছেনঃ মৌসুমী মন্ডল, রতন কুমার দাস, মেজবা উদ্দিন সাবু ও নিগার সুলতানা